সমকাল

তারিখ 18 DEC 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 4

মাদ্রাসা বোর্ডের চার ডিজিটাল পাঠ্যবই উন্মুক্ত

■ সমকাল প্রতিবেদক

শিক্ষা আরও সহজ ও আনন্দময় করতে ভিডিও-অডিওসহ নানা সুবিধা যুক্ত করে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ষষ্ঠ শ্রেণির চারটি ডিজিটাল পাঠ্যপুস্তক তৈরি করেছে সরকার। রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে গতকাল শনিবার শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ২০১৭ সালের শিক্ষাবর্ষের জন্য ইন্টারঅ্যাকটিভ ডিজিটাল মাদ্রাসা টেক্সটবুক (আইডিএমটি) উদ্বোধন করেন। এর মাধ্যমেই পাঠ্যপুস্তকগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হলো। শিক্ষার্থীরা মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট www.bmeb.gov.bd) থেকে বিনামূল্যে পাঠ্যবইগুলো ডাউনলোড করে পড়তে পারবে।

পাঠ্যপুস্তকগুলো হলো কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ, আল আকাঈদ ওয়াল ফিকহ, আললুগাতুল আরাবিয়্যাতুল ইত্তিসালিয়্যাহ (আরবি প্রথম পত্র) এবং কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ (আরবি দ্বিতীয় পত্র)। অনুষ্ঠানে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক একেএম ছায়েফ উল্যা বলেন, 'সেসিপের (সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্ট প্রোগ্রাম) আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কারিগরি সহযোগিতায় এ চারটি বই প্রণয়ন করা হয়েছে।' তিনি বলেন, 'এটি প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর ডিজিটাল ভার্সন, যা অনলাইন বা অফলাইন সুবিধা নিয়ে কম্পিউটার ট্যাব ও অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোনে পড়া যায়। এটি একটি ই-লার্নিং ম্যাটেরিয়াল, যা শিক্ষার্থীর শ্রেণি, বয়স, চাহিদা ও প্রবণতা বিবেচনা করে প্রণয়ন করা হয়েছে।'

দেশের ৬৪ জেলার ৬৪টি মাদ্রাসার শিক্ষকদের এ বই নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে জানিয়ে মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, 'সহায়তা ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৫

মাদ্রাসা বোর্ডের

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

পেলে সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণির বইও আইডিএমটিতে রূপান্তর করা হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'আমাদের আর পাঠ্যবইয়ের বোঝা নিয়ে চলতে হবে না। একটা ট্যাবের মধ্যেই সব বই থাকবে। কোনো একটা শব্দও বুঝতে পারছি না, একটা টিপ দিলেই শব্দের ব্যাখ্যা চলে আসবে। উচ্চারণও শোনা যাবে। এতে জানা, বোঝা ও শেখা সহজ হয়ে যাবে। এটা আমাদের জন্য বিরাট একটা পদক্ষেপ। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এটা একটা নতুন দ্বার উন্মুক্ত করে দিল।'

অনুষ্ঠানে বুয়েটের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক এম কায়কোবাদ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক এসএম ওয়াহিদুজ্জামান, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব একেএম জাকির হোসেন ভুঞা, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. বিল্লাল হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।